শিক্ষক বাংলা

তারিখ 16 NOV 1989
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

স্কুল কলেজের জন্য এডহক অনুমোদন

শিক্ষক কর্মচারীদের ভোগান্তিঃ পাঁচ মাস বেতন নেই

(স্টাফ রিপোর্টার)

সরকারীকৃত ৮৫টি কলেজ ও ১১০টি স্কুলে বরাদ্দপত্র না যাওয়ায় এসব কলেজ-স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীগণ পাঁচ মাস যাবত বেতন পাচ্ছেন না।

এতে কলেজের আড়াই হাজার শিক্ষক, সহস্রাধিক কর্মচারী এবং স্কুলের দুই সহস্রাধিক শিক্ষক-কর্মচারী নিদারুণ আর্থিক সংকটে পড়েছেন। এছাড়া নিয়োগ এডহক ভিত্তিতে হওয়ায় আত্মীকৃত শিক্ষক ও কর্মচারীরা চাকরি নিয়েও অনিশ্চয়তার মাঝে আছেন।

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

অনুমোদন

(প্রথম পৃঃ পর)

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে সরকারীকৃত স্কুল-কলেজে শিক্ষক কর্মচারীদের বেতনের জন্য এক বছরের বরাদ্দপত্র পাঠানো হয়। জুন থেকে পরবর্তী বছরের মে মাস পর্যন্ত রিটেনশন অর্ডার-এর ভিত্তিতে শিক্ষক কর্মচারীরা বেতন পেয়ে থাকেন। কিন্তু এ বছর এখন পর্যন্ত সরকারীকৃত ৮৫টি কলেজ ও ১১০টি স্কুলে এই 'রিটেনশন অর্ডার' যায়নি। ফলে শিক্ষক-কর্মচারীদের পাঁচ মাসের বেতন বকেয়া পড়েছে। এতে এসব স্কুল-কলেজের পাঁচ সহস্রাধিক শিক্ষক কর্মচারীরা পরিবার নিয়ে আর্থিক দুর্ভোগের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

চাকরি নিয়মিত না হওয়ার ফলে আত্মীকৃত অনেক শিক্ষক প্রায় দু বছর যাবত বেতন পাচ্ছেন না —এমন নজিরও আছে।

এদিকে সরকারীকৃত কলেজের এডহক ভিত্তিতে আত্মীকৃত শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য এখনও কোন নিয়োগবিধি প্রণীত হয়নি। এতে করে চাকরি স্থায়ী হওয়া পদোন্নতি, শূন্য পদ পূরণসহ বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। নিয়োগবিধির অভাবে কলেজগুলোতে অধ্যক্ষ, অধ্যাপকসহ আড়াই হাজার শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। অনেক কলেজে আবশ্যিক বিষয়ের জন্য পদ অনুমোদন করা হয়নি। ফলে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এক শিক্ষা সংকট চলছে।

জানা গেছে, সংশ্লিষ্ট দফতর এবং মন্ত্রণালয়ে ফাইল নিয়ে দীর্ঘ সূত্রতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেরী ইত্যাদি কারণে শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়োগ বিধি প্রণীত হচ্ছে না। অন্যদিকে প্রতি বছরই সরকারীকৃত কলেজ শিক্ষকদের বেতন পাওয়ার ক্ষেত্রে ভোগান্তি হচ্ছে।

এ ব্যাপারে গতকাল যোগাযোগ করা হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, বিশেষ বিবেচনায় এডহক ভিত্তিতে নিয়োগকৃত শিক্ষক-কর্মচারীদের আগামী বছরের মে মাস পর্যন্ত বেতন ও ভাতাদি দেয়ার জন্যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। পূর্ববর্তী বছরের জুন থেকে চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত সাধারণত এডহক অনুমোদন দেয়া হয়। গত ২রা নবেম্বর এ ব্যাপারে একটি সার্কুলারও ইস্যু করা হয়েছে। কর্মকর্তা আরও জানান, এডহক ভিত্তিতে আত্মীকৃত শিক্ষক-কর্মচারীদের স্থায়ী করার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। খুব শীঘ্রই এসব শিক্ষক-কর্মচারীর চাকরি স্থায়ী করা সম্ভব হবে বলেও তিনি আশা প্রকাশ করেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গত ২রা নবেম্বরের অনুমোদনও মাত্র এক বছরের জন্য। অর্থাৎ আবার এডহক ব্যাপার। সংশ্লিষ্ট শিক্ষক কর্মচারীদের আশংকা আগামী বছরও হয়ত তাদের একই দুর্ভাগ্যের শিকার হতে হবে।